International peer Reviewed Journal
ISSN 2321-7340 Print
ISSN 2583-360X online
Lok-Utsa 5, Vol.-2: Issue-I: January 2023

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

LOKA-UTSA 5
Vol: 2, Issue: 1
January, 2023
ISSN 2321-7340 for Print
ISSN 2583-360X For Online
Chief Editor : Dr. Parimal Barman

RNI Tittle Verified No:WBMUL00685
Language : Multiple Language
Annual Peer Reviewed Research Journal
on Arts & Literature and All Humanitics
Rs.299.00 for India, 5$ USD for others Country

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : দীপক বর্মণ, সূর্যদেব বর্মণ

প্রকাশক ও সম্পাদনা দপ্তর
ড. পরিমল বর্মণ
সংস্কৃতি ভবন, ওয়ার্ড নং-১১
পচাগড়, মাথাভাঙ্গা রোড
পো:-মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭৩৬১৪৬
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২৩
মোঃ ৭৬০২১৩০৩০১/৮৯১৮৩৬৭৪৩৩
www.lokutsa.com
Email: chiefeditor@lokautsa.com

মুদ্রণ : শান্তি উদ্যোগ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা

মূল্য : ২৯৯.০০ টাকা মাত্র

পুস্তক সমালোচনা :শেখ নজরুল ইসলাম

দোখজ-যন্ত্রনা ঃ রাঢ়ের লোক সংস্কৃতি

সেখ আসাদ আলি

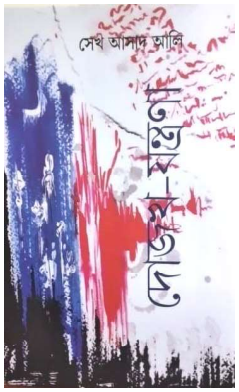

কিছুকিছু সাহিত্য পাঠ মনের মধ্যে এক গভীর রেখাপাত করে যায়। পড়ার পরও তার রেশ চলতে থাকে। তার নানান কারণও থাকে। সাহিত্য-উপন্যাসের কাঠামো, বিষযবস্তু, বর্ণনা রীতি, ভাষা ব্যবহারের ধরণ ইত্যাদির নিরিখেই তা নির্ধারিত হয়।

বিষয়বস্তু এবং বর্ণনাভঙ্গীর গুণে বেশ কিছুদিন ভাবতে বাধ্য করবে এমনই একটি উপন্যাস সম্প্রতি পড়লাম। উপন্যাসের নাম 'দোজখ-যন্ত্রণা'। লেখক সেখ আসাদ আলি। আসাদ আলিকে মূলত চিনতাম একজন মনোজ্ঞ প্রাবন্ধিক হিসাবে। প্রবন্ধের ভাঁজে ভাঁজে তাঁর বোধ ও যুক্তি পাঠককে অভিভূত করে। কিন্তু কথা সাহিত্যিক হিসেবেও যে তিনি একটা বিরল স্থান অধিকার করতে এসেছেন, তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। 'বিরল স্থান' বললাম এই কারণে, তাঁর লেখা বর্তমান আলোচ্য উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের একটি 'নতুন ধারার উপন্যাস' হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে স্বাভাবিক গুণের কারণে। উপন্যাসটির পাঠ শেষে এক ধরণের মোহ থেকে যায়।

বাংলা নাট্য সাহিত্যে 'অ্যাবসার্ডইজম'-এর প্রয়োগ অনেক আগেই ঘটেছে; কিন্তু উপন্যাসে এর প্রয়োগ সম্ভবত খুব বেশি হয়নি। দেখতে পাচ্ছি আসাদ

আলির এই উপন্যাসে এর প্রয়োগ ঘটেছে সার্বিকভাবে। আমরা যদি ইউরোপীয় সাহিত্যের দিকে নজর দিই তাহলে দেখবো, আলব্যের কাম্যু তাঁর সৃষ্টিশীল কাজে 'নিরর্থকতাকে' চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে 'অ্যাবসার্ডিটি' বা নিরর্থকথা হচ্ছে 'অস্তিত্বের' সমস্ত গুণাবলী প্রকৃতপক্ষেই পূর্বনির্ধারিত অযৌক্তিক এবং আদিম। আসলে পৃথিবীর কোনও কিছুই যে যুক্তিশৃঙ্খলে পূর্ণ নয় তা আলব্যের কাম্যুর দর্শনে এবং সৃষ্টিতে উঠে এসেছে।

আসাদ আলির লেখাতেও আমরা এক ধরণের জান্তব অবস্থা প্রত্যক্ষ করি যেখানে সবাই এক রকমের ঘোরের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সেই অনিয়ন্ত্রিত মায়া-ঘূর্ণির মধ্যে খুন আছে, আছে আত্মহত্যার ঘটনা। এর মধ্য দিয়েই লেখক 'অস্তিত্বের' জন্য মানুষের লড়াইয়ের কথা বলে চলেন। এখানে 'মায়া' আর 'আলো' যেন পরস্পরের হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যায়—অথচ উভয়ের কাছে অচেনা! এই উপন্যাস আমাদের শেখায়—জীবনের কোনও অর্থ নেই; অর্থ নেই মরণেরও। আত্মহত্যারও নেই। এ হল অনুভবের সঙ্গে এক ধরনের বোঝাপড়া করে নেওয়া।

চল্লিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত সমগ্র উপন্যাসটিতে দুটো ভাগ স্পষ্ট। প্রথম ভাগ পটভূমি নির্মাণ ও দ্বিতীয় ভাগে আছে সেই পপভূমির ওপর ভর করে উদ্দিষ্ট ভাবনার প্রকাশ। প্রথম ভাগে যদি থাকে মানবের মস্তিষ্কবৃত্তির অভিঘাত; দ্বিতীয় ভাগ তবে ইতিহাসের অবলোকন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, দ্বিতীয় ভাগে শুধু তথ্যে ভরা ইতিহাস আছে—তা কাম্যও নয়। ইতিহাস অনুসন্ধানের মধ্যেই পাঠক যাতে সাহিত্য-রসে অবগাহন করতে পারেন সেদিকেও আসাদের সজাগ দৃষ্টি। আর এখানেই 'দোজখ-যন্ত্রণা' ইতিহাস না থেকে উপন্যাস হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের প্রথম ভাগে আমরা মূলত দেখি মানবের মস্তিষ্কবৃত্তির এক এক রকমের যতসব রহস্যময় স্তর। সব থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, এই উপন্যাসে মনন-ক্রিয়ার থেকে মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার প্রয়োগ অধিক। একই মানুষের মধ্যে মস্তিষ্কের এক-একটি কোষে যেন এক-এক রকমের এষণা লুকিয়ে রয়েছে! সেই অনুযায়ী তারা তাদের কার্য করছে, যা অনেকাংশে মতিভ্রম বলে মনে হবে। এই কথাটি উপন্যাসের প্রথম ভাগের প্রায় প্রতিটি চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উপন্যাসের শুরুতেই গ্রন্থ পরিচিতি অংশে বলা হয়েছে—'অসংখ্য পাত্রপাত্রীর যাপনচিত্র আঁকতে আঁকতে লেখক বলে চলেছেন তাঁদের নানামাত্রিক সংকটের এক ঐতিহাসিক সমাজবলী। এই বুননে তা চিত্রিত রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ব্যক্তিক এবং

পর্যাবরণের সমষ্টিগত দোজখসম সংকট হিসেবে। এ-বয়ানে ব্যক্তির দৃশ্যমান জগতের প্রত্যেকে প্রবণতার তলদেশে যে এক একটি রহস্যময় জগৎ বর্তমান তারও খোঁজ রয়েছে। প্রায় চরিত্রেরা যেন কোনও না কোনও গভীর অসুখে আক্রান্ত। তাদের অনির্দিষ্ট যত আকাঙ্খা, উদ্বেগ এবং দুর্বিষহ মানসিক যাতনার প্রত্যেকটি স্তর আবিষ্কার করতে করতে লেখক এগিয়ে নিয়ে গেছেন উপন্যাসের কাঠামোকে।

উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগের ঐতিহাসিকতার ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না, ওটা ইতিহাসবিদদের কাজ। তবে নিশ্চিতভাবে এখানেও একটা ভরসার জায়গা আছে—কারণ লেখক পরিচিতিতে দেখছি লেখক নিজেই একজন ইতিহাসের অধ্যাপক। সুতরাং তাঁর ঐতিহাসিক মনন ভরসাযোগ্য হবে বলেই বিশ্বাস করি।

সাধরণত এই ধরণের জটিল বহুকৌণিক উপন্যাসের আখ্যান ভাগ দুর্বল হয়। কিন্তু সেদিকেও ঔপন্যাসিক সতর্ক থেকেছেন। এর আখ্যান ভাগও বেশি চিত্তাকর্ষক। বিশেষ করে শবর-তাহেরার দাম্পত্য জীবনের জটিল মনস্তত্ত্ব এবং সেই সম্পর্কের নরকীয় পরিণতি পাঠককে ভাবাবে নিশ্চিত ভাবেই। তাহেরার মাতৃত্বের হাহাকার এক অনন্য মাত্রা দান করেছে। এছাড়াও গুলাম, নজর, ইশাহক, গোলজার, হানু কাজি, মালতী প্রমুখ চরিত্রগুলি স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনবদ্য। আবার গোলজার চরিত্রের মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার সত্তার অনির্দেশ্য 'আস্তিত্বকে' একটা বিমূর্ত ছবির মতো করে আঁকতে চেয়েছেন—বুঝতে চেয়েছেন, বোঝাতেও চেয়েছেন। তবে চরিত্রটির বিস্তৃতির অবকাশ ছিল। মালতীর মধ্যে বাউল সত্ত্বা স্পষ্ট। সন্দেহ হয়, হয়তো মুখোমুখি মালতী ও গুলামকে বসিয়ে বাউল জীবনের 'যুগল সাধনা'র দৃশ্যপট নির্মাণ করেছেন। এই সন্দেহের একটাই কারণ—এই লোক-উৎস পত্রিকাতেই বাউল দর্শনের ওপর লেখা লেখকের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়েছিলাম। (দেখুন 'বাংলার গুহ্যবাহী বাউল-ফকিরঃ এক বাস্তুবাদী দর্শন নির্মাণের আখ্যান', *লোক-উৎস*, তৃতীয় সংখ্যা, পৃষ্ঠা:৭৯-১২০) যাইহোক পাঠক যেন যুগল-সাধনার দৃশ্যটি সামনে থেকে দেখতে পাচ্ছে ! এই উপন্যাসের একটি চরিত্র ইশাহক- সে শিক্ষিত যুবক। ইতিহাসের বিস্মিত প্রায় ঘটনা উঠে আসে তার কলম থেকে। মতিভ্রম অবস্থায় হানু কাজির কথাবার্তায় ইংরাজি-আরবি বাক্য প্রয়োগ ও তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণে লেখকের সত্তা ঢুকে গেছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু হানু কাজির পরিবারের অবস্থান ও অতীত এতিহ্য স্মরণ করলে তা বিসদৃশ বলে আর মনে হবে না।

এতক্ষণ যে বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টিপাতের চেষ্টা করলাম; অর্থাৎ হত্যা, মৃত্যু,

আত্মহত্যা, অ্যাবসার্ডইজম, বাউল যুগল-সাধনা ইত্যাদি তা অনেকাংশে দর্শনের কারবার। তাঁরা এসবের আরও ভালো আলোচনা করতে পারবেন। যাইহোক এবারে আমি একটি অন্যদিক দিয়ে উপন্যাসটিকে দেখতে চাইবো—যা সাহিত্যের কারবারী হিসেবে আমাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে। সেটি হল এর বুনন এবং কথনের মধ্যে আশ্চর্য রকমের লৌকিক অনুষঙ্গের ব্যবহার।

উপন্যাসে দেখছি কিছু কিছু উপমা ব্যবহার উপন্যাস পাঠের আনন্দকে অনেকখানি বৃদ্ধি করেছে—যে উপমাগুলি আবার অনেকাংশে বঙ্গজ। তার প্রচুর দৃষ্টান্ত সমগ্র উপন্যাস জুড়ে রয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি—'আখের ক্ষেতে আখের ডগা পুঁতে দেয় বৈশাখ মাসেই। মাটিতে মুখ গুজে হেলানো তিরের মতো সারিবদ্ধ ভাবে তারা পড়ে থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসে করাতের মতো পাতা গজায় তাতে।'

আবার এই চিত্রকল্পও মনকে হরণ করে—'এদিকে আবার গুলামের বউ কৃষ্ণকায়; মসৃণ এবোনি কাঠের জীবন্ত পদ্মিণী ভাস্কর্য! চওড়া কপালে এবং গালে দিনের বেলাতেই যেন চাঁদের আলো চুইয়ে পড়ে!'

এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ হল এর সংলাপ; চরিত্রদের মুখের ভাষা। এটারও একটা দৃঢ় ভিত্তি আছে—ভিত্তিটা হল গ্রামীণ ভাষা সম্পর্কে লেখকের একটা গভীর গবেষণালব্ধ জ্ঞান। বিশেষ করে সমাজভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে লেখকের কৌতুহল পরোক্ষভাবে তার সৃষ্টিমূলক গদ্যের শক্তিকে দৃঢ় করেছে। অনুষ্টুপ পত্রিকায় প্রকাশিত একটা প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা জানি, সংস্কৃতির আধার রূপে যাকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হল ভাষা। আর সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র যদি আবার হয় গ্রামীণ তাহলে ভাষা খুবই নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ সংস্কৃতিকে বুঝতে হলে গ্রামীণ ভাষা অপরিহার্য। কারণ এই ভাষা সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার বাহক এবং ধারক। তবে সেই ভাষা সবসময় 'ভাষা' না হয়ে 'উপভাষাও' হতে পারে। আবার এই উপভাষা সবসময় যে অঞ্চলওয়ারি হবে তা নয়; উপভাষার সীমানা একটি বাড়ির পাঁচিল বরাবরও হতে পারে...এই গ্রামীণ ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় শব্দভাণ্ডার, উচ্চারণ রীতি, প্রায়শই দ্ব্যর্থবোধক শব্দের ব্যবহার, ঐতিহাসিক সামাজিক রাজনৈতিক ন্ত্রত্রন্ত্র—ত্বত্র অন্যান্য অলঙ্কার প্রয়োগ, সকলেই নির্ভর করছে ধর্মীয় বিশ্বাস, জাত (ত্বথন্ত্র), আর্থিক অবস্থা এবং প্রথাগত শিক্ষার ওপর। (দ্রষ্টব্য 'গ্রামের ভাষাঃ সম্প্রদায় ভিত্তিক বিন্যাস', অনুষ্টুপ, ৫১তম সংখ্যা, ২০১৭, পৃষ্ঠা:১৭৫-২০৭) যদি আমরা উপন্যাসের কথন শৈলীর দিকে

লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো লেখকের উপরোক্ত কথাগুলিই উপন্যাসে রূপায়ন হয়েছে। লেখক তো গ্রামীণ সংস্কৃতিকেই ধরতে চেয়েছেন নিদেন পক্ষে।

আসাদ আলির এই উপন্যাসের পটভূমি বর্ধমান জেলার একটি গ্রাম। দেখছি আসাদের জন্মও বর্ধমান জেলায়। বেলাগ্রামে। লক্ষ্য করেছি 'অনুষ্টুপ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রভূমিও ছিল বেলাগ্রাম। এও লক্ষ্য করছি উপন্যাসের সংলাপের ভাষা এবং উক্ত প্রবন্ধের ক্ষেত্রভূমির ভাষা এক। সুতরাং ধরে নিতে পারি এই উপন্যাসের সংলাপের ভাষা তাঁর জন্ম গাঁয়েরই। এই উপন্যাসে 'ক্যানে' শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, 'কবরে ক্যানে তোদের জায়গা হয় না রে খালেভরারা'—যা প্রাকৃত মুসলিম সম্প্রদায় উচ্চারণ করে। শিক্ষিত বা যারা সংস্কৃত মুসলমান এবং হিন্দুরা 'কেন' উচ্চারণ করে। মুসলিম ও নিম্নবর্ণের জনসাধারণ 'ন' এবং 'ল' এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত। তারা 'ন' এবং 'ল'-এর ক্ষেত্রে একে অন্যের স্থলে ব্যবহার করে। লক্ষ্যণীয় এখানে ব্যবহৃত গালাগালগুলি—'খালেভরা'। এছাড়াও আছে 'উলাউটো', 'সিনেখেকো' ইত্যাদি।

এই উপন্যাসের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'শ' এবং 'ষ' এর পরিবর্তে 'স' এর ব্যবহার হয়েছে। এটি লেখকের সচেতন প্রয়াস অবশ্যই, কারণ উক্ত প্রবন্ধে এটার আলোচনা আছে।

এইভাবে একেবারে গ্রাম্য শব্দ লেখক চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে অবলীলায় বসিয়ে চরিত্রগুলিকে বাস্তব করে তুলেছেন—'এই তো গ্যালো বচর শিরাবোনে বিয়ে হইচে লো। প্যাটে ছেলে ছিল টি। দ্যাক দিকিনি, এক সাতে দু-দুটো জান।' যাঁরা গ্রামে থাকেন তাঁরা জানেন, 'টি' এবং 'লো' শব্দদুটি একান্তভাবেই গ্রাম্য মহিলাদের যথেষ্ট ব্যবহৃত শব্দ।

এবার যে কথাটা একান্তভাবেই বলতে হয়, তা হল—সেখ আসাদ আলি বাংলা উপন্যাসের জগতে একটা নতুন ধারার সূচনা করলেন। সূচনাটা খুবই সাহসী। এই উপন্যাসের প্রতিটি পরিচ্ছেদের শুরুতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কুর'আন শরীফের বিভিন্ন আয়াতের (শ্লোক) অংশ সরল বাংলায় দেওয়া হয়েছে। সব থেকে বড় কথা হল, কুর'আনের আয়াত দেওয়াই শুধু নয়, ওই আয়াত কোনও না কোনও ভাবে সেই পরিচ্ছেদের সঙ্গে সম্পর্কিত। উপন্যাসটি না পড়লে ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হবে না হয়ত। এই উপন্যাস সচেতন পাঠককে বাধ্য করবে কুর'আনের মূল সম্পূর্ণ আয়তটি দেখতে। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। বাংলা সাহিত্যে মনে হয় এই প্রথম এই প্রচেষ্টা। এর জন্য আসাদ আলিকে সাধুবাদ

জানাতেই হয়। কুর'আন যে শুধুই পাঠ করার গ্রন্থ নয়; এটি আমল (চর্চা) করার গ্রন্থ—আসাদ তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। বিশেষ করে কুর'আনের ব্যাখ্যা নিয়ে একশ্রেণির পরচলিত নির্মাণকে ভেঙে নব চেতনার বিভা যেভাবে লেখক প্রজ্বলিত করেছেন তা এককথায় অনবদ্য এবং সর্বোপরি যথার্থ। এ যেন জাক দেরিদার বা গায়েত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের 'অবিনির্মাণ'। এছাড়াও আয়াত দিয়েই তিনি থেমে থাকেন নি; তিনি কুরানের বিভিন্ন আখ্যান সম্পর্কে বঙ্গীয় লোকবিশ্বাসের দিকগুলিকে নির্দেশ করেছেন।

সবশেষে বলি, এই উপন্যাস পড়ে পাঠক যদি লেখকের ভাবনা এবং শিল্প সৃষ্টিকে বুঝতে না পারেন সেই সীমাবদ্ধতা পাঠকের; লেখকের নয়। কারণ এক পাঠে এটাকে ধরা সহজ হচ্ছে না। অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে হয়নি। -একাধিক পাঠের ফলে লক্ষ্য করছি আসাদ তাঁর চিন্তা ও ভাবনার জায়গায় প্রচণ্ড রকমের স্বচ্ছ—অথচ ভাবনার গ্রন্থনে অত্যন্ত জটিল। আসলে আসাদের এই ভাবনা হৃদয়ঙ্গম করতে পাঠককে একটু প্রস্তুতি নিতে হবে। ব্যাপ্ত পাঠ অভিজ্ঞতা থাকতে হবে—সেই পাঠ ব্যাপ্তি শুধু সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ হলে হবে না তাকে সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, সর্বোপরি লোক ঐতিহ্য ইত্যাদি অঙ্গনে হাঁটার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

এই রকম জ্ঞানতাত্ত্বিক বহুশাখা ঋদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি আমরা আগে দেখিনি তা নয়; দেখেছি। আমরা দেখেছি জীবনানন্দকে। দেখেছি কমলকুমারকে। যেমনভাবে কমলকুমারের সাহিত্য শুধুই সাহিত্য নয়—তা নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, লোক ঐতিহ্য দর্পণ, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদির এক অপূর্ব বুনন ঠিক তেমনই আসাদের দোজখ-যন্ত্রণাও বহু কৌণিক বুনন সমৃদ্ধ একটি বিরল উপন্যাস। অবশ্য আমাদের দর্শনগত অবলোকন এবং কথনশৈলী (ন্যারেশন) একেবারে নিজস্ব।